আক্বীদাহ রাযিয়্যান

আবু হাতিম আর রাযি[২৭৭হি.]
আবু যুর'আহ আর রাযি[২৬৪হি]

আক্বীদাহ রাযিয়্যান

ইমাম আবু হাতিম আর রাযি
ইমাম আবু যুর'আহ আর রাযি

⬛ইমাম আবু হাতিম আর রাযি

নাম: ইমাম হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস ইবনুল মানযির ইবনু দাউদ ইবনু মাহরান আর রাযি

জীবনকাল: ১৯৫ হি. - ২৭৭ হি.

শিক্ষকবৃন্দ:
~মুহাম্মাদ আল আনসারী
~উসমান ইবনুল হায়সম
~আব্দুল্লাহ ইবনু সালাহ
~সা'ঈদ ইবনু আবি মারঈয়াম
~ইয়াহইয়া ইবনু সালাহ, প্রমুখ

শিক্ষার্থীগণ:
~আবু দাউদ আস সিজিস্তানী
~আবু আব্দুর রহমান আন নাসা'ঈ
~ইবনু মাজাহ
~মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল বুখারী, প্রমুখ

তার সম্পর্কে আহলুল ইল্মের বক্তব্য -

~ইমাম আব্দুর রহমান ইবনু খিরাশ বলেন,"আবু হাতিম বিশ্বস্ত এবং ফক্বীগগণের মধ্যে থেকে।"

~ইমাম লালীকা'ঈ বলেন,"আবু হাতিম ছিলেন একজন ইমাম।"

~ইমাম ইবনু মাজাহ তার থেকে হাদিস লিপিবদ্ধ করেন।

⬛ইমাম আবু যুর'আহ আর রাযি

নাম: আবু যুর'আহ ওবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল করিম ইবনু ইয়াযিদ আর রাযি

জীবনকাল: ২০০ - ২৬৪ হিজরি

শিক্ষকবৃন্দ:
~দাহহাক ইবনু মুখলাদ
~আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিমা
~আব্দুর রহমান ইবনু শাইবাহ
~হিশাম আত তায়লাসি প্রমুখ!

শিক্ষার্থীগণ:
~মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নাইসাবুরী
~আবু ঈসা তিরমিজি
~আবু আব্দুর রহমান আন নাসা'ঈ
~ইবনু মাজাহ
~আমর ইবনু আলী আল বাহলী, প্রমুখ!

তার সম্পর্কে আহলুল ইল্মের বক্তব্য -

~ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন,"সে হাদিসের ভুবনের একজন ইমাম।"

~ইমাম আবু বকর আল খতীব বলেন,"তিনি ছিলেন জ্ঞানী ইমাম।"

~ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ সহ অনেকে তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেন।

📙মূল অংশ:
ইমাম আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান আত তাবারী আল লালীকা'ঈ রাহিমাহুল্লাহ তার রচিত "শারহ উসুল ইতিক্বাদ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ" কিতাবে [১/১৯৭, নং-৩২১] সহীহ সনদে বর্ণনা করেন:

মুহাম্মাদ ইবনু মুযাফফার আল মুক্বরী আমাদেরকে জানিয়েছেন: আল হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাবাশ আল মুক্বরী আমাদেরকে বর্ণনা করেন: ইমাম
আব্দুর রহমান ইবনু আবি হাতিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি আমার পিতা এবং আবু জুর'আহ কে দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান সম্পর্কে এবং বিভিন্ন শহরের আলিমদেরকে কোন আক্বীদাহর উপর পেয়েছে তা সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বলেন:

আমরা নিম্নোক্ত শহরের আলিমদেরকে পেয়েছিঃ হিজাজ, ইরাক, মিশর, শাম এবং ইয়েমেনের! এবং তাদের অবস্থান হলো:

~ঈমান হলো কথা এবং কাজ, এটা বাড়ে এবং কমে।

~এবং কুরআন সর্বদিক থেকে আল্লাহর কালাম এবং অসৃষ্ট।

~তাকদীর এবং এর ভালোমন্দ আল্লাহ তাআলার থেকে।

~এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর এই উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আবু বকর আস সিদ্দীক, অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব, অতঃপর উসমান ইবনু আফফান, অতঃপর আলী ইবনু আবি তালিব - রাদিআল্লাহু আনহুম এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফা।

~এবং দশজন যাদের নাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন এবং যাদের জান্নাতে যাবার ব্যাপারে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন তারা জান্নাতী!এবং তার কথা সত্য।

~রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ এবং তার প্রকৃত অনুসারীদের জন্য দয়া প্রার্থনা করতে হবে এবং তাদের মধ্যে যা ঘটেছিল তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

~এবং আল্লাহ তাআলা আরশের উর্ধ্বে , তার সৃষ্টি থেকে পৃথক যেমন আল্লাহ তার কিতাবে নিজের সম্পর্কে বলেছেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেছেন - কোনো কাইফিয়াত ছাড়া ই।

~তিনি তার ইল্ম দ্বারা সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন।

~ কোনোকিছুই তার মতো নয় এবং তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা।

~আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলাকে আখিরাতে দেখা যাবে এবং জান্নাতের অধিবাসীরা তাকে স্বচক্ষে দেখবে।

~এবং তারা তার[আল্লাহর] বাণী শুনবে , যেভাবে তিনি চান এবং তার ইচ্ছা অনুসারে।

~জান্নাত এবং জাহান্নাম বাস্তব এবং সত্য ; এগুলোকে ইতিমধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এগুলো ধ্বংস হবেনা।আল্লাহর বন্ধুদের জন্য জান্নাত পুরষ্কারস্বরুপ যেখানে জাহান্নাম অবাধ্যদের জন্য শাস্তিস্বরুপ কিন্তু তাদের ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ করুণা করেন।

~সিরাত[জাহান্নামের উপরের পুলসিরাত] সত্য।

~মীযান যাতে দুইটি পাল্লা রয়েছে এবং যা দ্বারা বান্দার ভালো-মন্দ আমলের ওজন করা হবে - তা সত্য।

~হাউয - যা দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করা হয়েছে - তা সত্য।

~শাফা'আত সত্য। এবং এটা সত্য যে শাফা'আতের মাধ্যমে আহলুত তাওহীদকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে।

~কবরের আজাব বাস্তব এবং সত্য।

~মুনকার এবং নাকীর সত্য।

~আল কিরাম আল কাতিবীন সত্য।

~মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান সত্য।

~কবীরাহ গুণাহগার আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কিবলামুখী কাউকে তার পাপের জন্য কাফির বলিনা। আমরা তার ব্যাপার আল্লাহর নিকটে সোপর্দ করি।

~এবং প্রত্যেক সময় এবং যুগে মুসলিম শাসকের সাথে আমরা জিহাদ এবং হজ্বের ফরজিয়্যাত কায়েম করি।

~আমরা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে বৈধ মনে করিনা এবং আমরা ফিতনার সময়ে যুদ্ধ করিনা। আমরা তাদের কথা শুনি এবং মান্য করি

যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিষয় সম্পর্কে স্থলাভিষিক্ত করেছেন[শাসক]। এবং আমরা তাদের বাধ্যতা থেকে [নিজেদেরকে] সরিয়ে নেই না।

~আমরা সুন্নাহ এবং জামা'আহকে অনুসরণ করি এবং বিচ্ছিন্ন মত, মতানৈক্য এবং দলবাজি পরিত্যাগ করি।

~আল্লাহ তা'আলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানোর সময় থেকে জিহাদ বলবৎ আছে এবং কিয়ামত অবধি মুসলিম ইমামের অধীনে তা চলতে থাকবে। কোনোকিছুই একে [জিহাদ] বাতিল করতে পারবেনা এবং হজ্বের ক্ষেত্রে একই কথা।

~জন্তু এবং গৃহপালিত পশুর [এবং সম্পদের] সাদাকাহ মুসলিম শাসকের নিকটে জমা দিতে হবে।

~মানুষ হুকুম-আহকাম এবং উত্তরাধিকারের হিসেবে মুমিন এবং আল্লাহর সামনে তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত নই। যে ব্যক্তি দাবী করবে যে সে সত্যই মুমিন, সে বিদ'আতী। যে ব্যক্তি দাবী করে যে সে আল্লাহর কাছে মুমিন, সে মিথ্যাবাদী। সে ই হক্কের উপর আছে যে বলে,"আমি আল্লাহর উপর ঈমান রাখি।"

~মুরজি'আহরা পথভ্রষ্ট বিদ'আতী।

~কাদারিয়্যাহরা পথভ্রষ্ট বিদ'আতী।এদের মধ্যে যে দাবি করে যে কোনো কিছু হবার আগে আল্লাহর জ্ঞান ছিলো না, সে কাফির।

~জাহমিয়্যাহরা কাফির।

~রাফিদ্বারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছে।

~খাওয়ারিজরা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে।

~যে দাবী করে যে কুরআন মাখলুক, সে এমন কুফরের জন্য কাফির যা তাকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়। এবং এই ব্যাপারে বুঝেও যে এমন ব্যক্তির কুফর নিয়ে সন্দেহ করবে সেও কাফির।

~যে ব্যক্তি কালামুল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে এবং বলে, "আমি জানি না কুরআন মাখলুক নাকি আল্লাহর কালাম" তাহলে - সে জাহমি। যে অজ্ঞ কুরআনের ব্যাপারে চুপ থাকে তাকে শিক্ষা দিতে হবে এবং বিদ'আতী হিসেবে গণ্য করা হবে কিন্তু তাকে কাফির ঘোষণা করা যাবেনা।

~যে ব্যক্তি বলে "আমার উচ্চারণে[পঠিত] কুরআন মাখলুক।" বা "আমার উচ্চারণ সহকারে কুরআন সৃষ্ট।" - সে জাহমি।

তারপর আবু মুহাম্মাদ বলেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি:

~আহলুল বিদ'আহর পার্থক্যসূচক চিহ্ন হলো তারা তারা আহলুল আছারদেরকে গালমন্দ করে।

~যিন্দিকদের পার্থক্যসূচক চিহ্ন হলো তারা আহলুল আছারদেরকে হাশাবিয়্যাহ বলে এবং তারা হাদিস বাতিল করতে চায়।

~জাহমিয়্যাহদের পার্থক্যসূচক চিহ্ন হলো তারা আহলুস সুন্নাহকে মুশাব্বিহাহ বলে অভিহিত করে।

~কাদারিয়্যাহদের পার্থক্যসূচক চিহ্ন হলো তারা আহলুস সুন্নাহকে মুজাব্বিরাহ বলে অভিহিত করে।

~মুরজিয়্যাহদের পার্থক্যসূচক চিহ্ন হলো তারা আহলুস সুন্নাহকে মুখালিফাহ এবং নুকসানিয়্যাহ বলে অভিহিত করে।

~রাফিদ্বাদের পার্থক্যসূচক চিহ্ন হলো তারা আহলুস সুন্নাহকে নাসিবাহ বলে অভিহিত করে।

~এসব কিছুর[খারাপ নাম] ভিত্তি হলো কপটতা এবং আহলুস সুন্নাহর একটি নাম ই রয়েছে এবং অসংখ্য[বাতিল দলের] নামের সাথে একীভূত হওয়া অসম্ভব।

অতঃপর আবু মুহাম্মাদ বলেন: আমি আমার পিতা আবু হাতিম এবং আবু জুর'আহকে পথভ্রষ্ট এবং বিদ'আতীদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে শুনেছি। তারা ভ্রষ্টতাগুলোকে কঠোরভাবে খণ্ডন করতেন। এবং তারা হাদিস বাদে মতামত[রায়] ভিত্তিক কিতাব রচনা করতে নিষেধ করতেন। তারা আহলুল কালামদের সাথে বসতে এবং তাদের রচিত কিতাবাদী পড়তে নিষেধ করতেন এবং বলতেন,"আহলুল কালামরা কখনোই সফল হবেনা[লক্ষ্যে পৌছবে না]।"